আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা

ক্লাস টপিকস

- কনভেনশন
- আন্তর্জাতিক চুক্তি
- অস্ত্র চুক্তি

চুক্তি কী?

সনদ কী?

সমঝোতা স্বারক কী?

চুক্তি (Agreement, Treaty, Pact, Protocol, Convention)

- আইনগত ভিত্তি আছে।

Treaty

- গুরুত্বের দিক থেকে প্রথম।
- বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিস্তৃত।
- সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধানরা স্বাক্ষর করে।
- ২ বা একটা অঞ্চলের কয়েকটা রাষ্ট্রের মধ্যে হতে পারে।

Convention

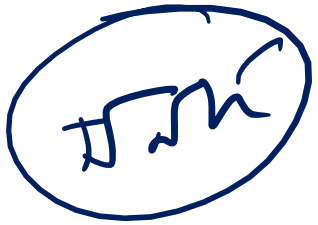

- একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বা একটা কমন সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকগুলো দেশ একসাথে মিলিত হয়ে স্বাক্ষর করে।

Agreement

- Agreement বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে Treaty থেকে কম বিস্তৃত।
- সাধারণত কোনো মন্ত্রনালয়ের প্রধান স্বাক্ষর করেন।

Protocol

- একটা চুক্তি কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে প্রটোকল বলে।
- পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তিগুলোকে প্রটোকল বলে।

Accord

- দুই পক্ষের মধ্যে এক ধরণের চুক্তি, যাতে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ক্ষতিপূরণের বদলে চুক্তি থেকে অব্যহতি দেয়।

Pact

- সাধারণত যুদ্ধ শেষে দুই পক্ষ আর যুদ্ধ করবেনা এবং একে অপরকে সাহায্য করবে বলে যে চুক্তি করে।

সমঝোতা স্মারক

Memorendum of Understanding

- আইনগত ভিত্তি নাই।

সনদ

Convention

- আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক।
- আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক না হলে সেটা হবে Declaration

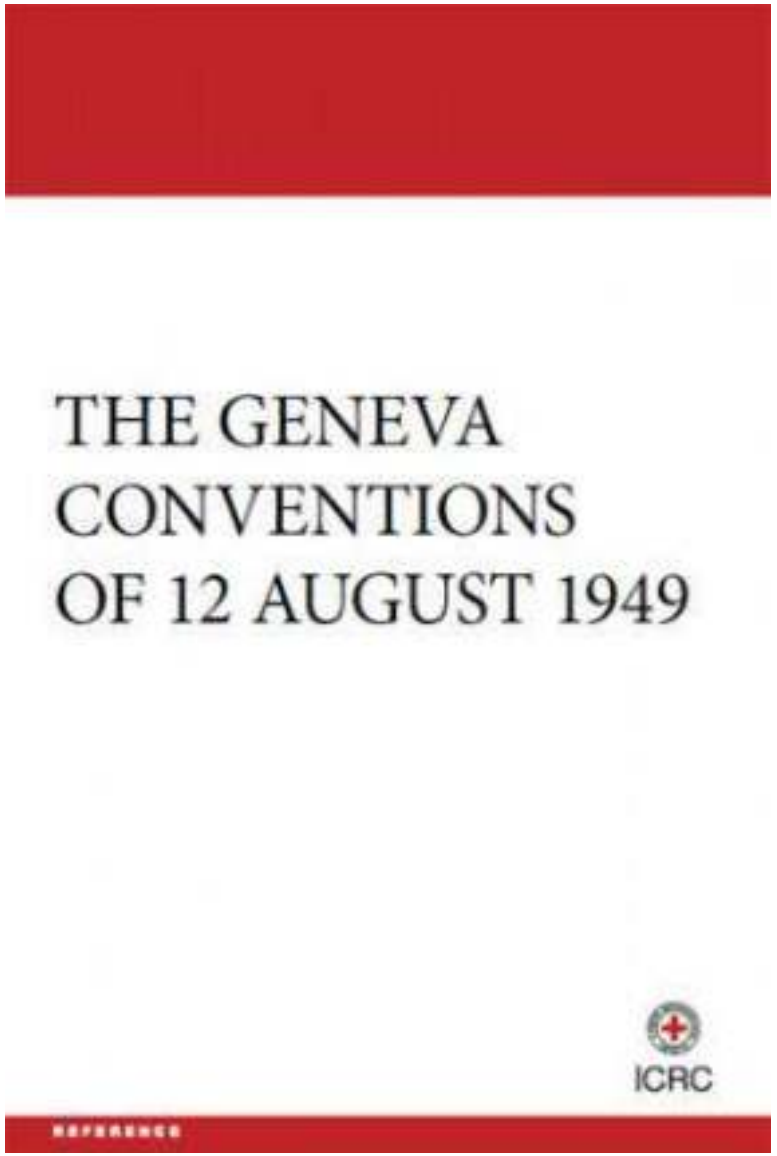

প্যারিস প্যাক্ট / ক্যালগ-ব্রায়ান্ড প্যাক্ট

২৭ আগস্ট, ১৯২৮

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

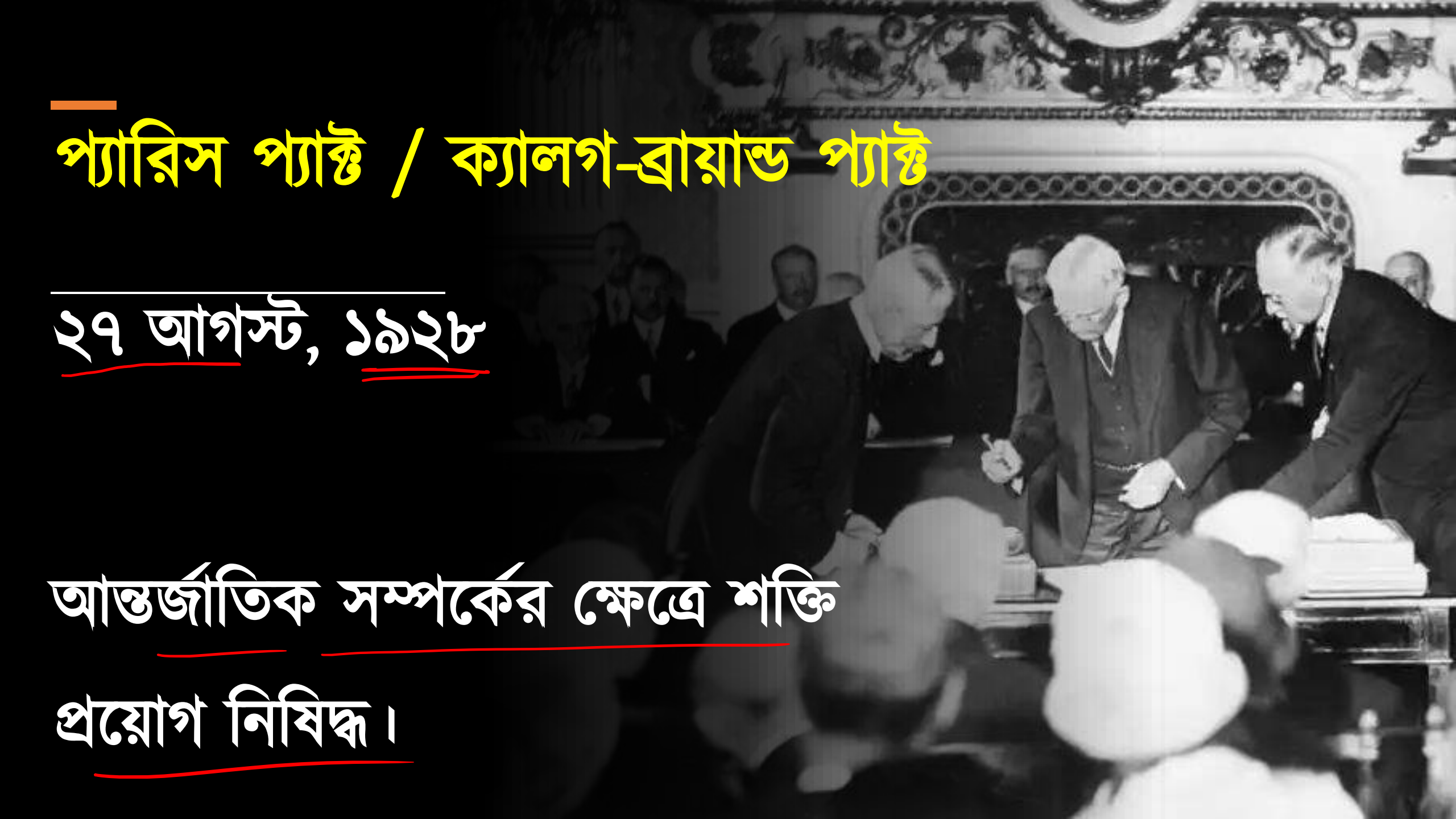

Conventions

(সনদ)

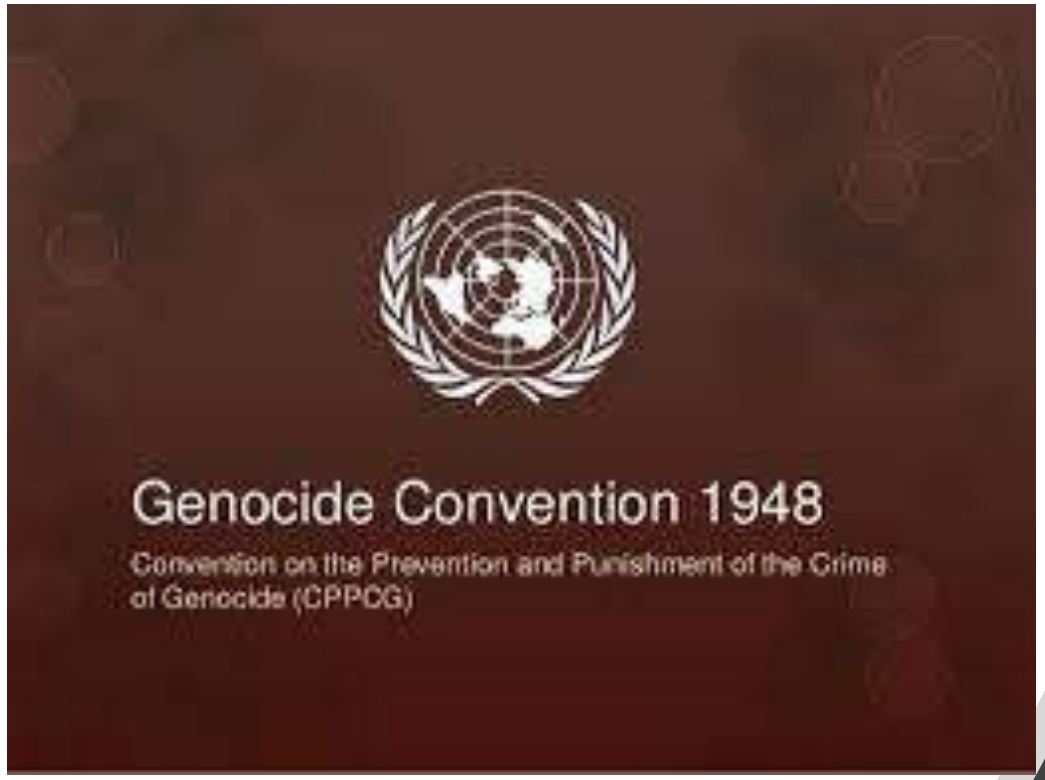

গণহত্যা সনদ, ১৯৪৮

অফিসিয়াল নাম:

The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG)

চুক্তির উদ্দেশ্য

গণহত্যার মতো আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটনে জড়িতদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।

নিয়ন্ত্রক

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

স্বাক্ষর: ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

কার্যকর হয়: ১৯৫১

অনুমোদনকারী দেশ – ১৫৩

বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে – ৫ অক্টোবর, ১৯৯৮

- ১৯ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

•বাংলাদেশ সহ ৫টি দেশের আপত্তি ৯ নং অনুচ্ছেদে।

৯ নং অনুচ্ছেদে কী আছে?

প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া মামলা করা যাবে।

গনহত্যা সনদ অনুসারে গনহত্যার অপরাধ – ৫ টি

- গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা।
- সদস্যদের শারীরিক এবং মানসিকভাবে আহত করা।
- এমন কর্মসূচি গ্রহণ করা যাতে একটি গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।
- জোরপূর্বকভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করা।
- জোরপূর্বক এক গোষ্ঠীর শিশুদের অন্য গোষ্ঠীতে স্থানান্তর করা।

গণহত্যা সনদ সনদ স্বাক্ষর হয় কবে?

১৯৪৮

Let's Recap……

International Bill of Human Rights

জাতিসংঘে গৃহীত একটি ঘোষণা এবং দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিকে একত্রে বলা হয় International Bill of Human Rights

ঘোষণা- Universal Declaration of Human Rights

চুক্তি-

১. বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি

২. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি।

Universal Declaration of Human Rights

- সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র

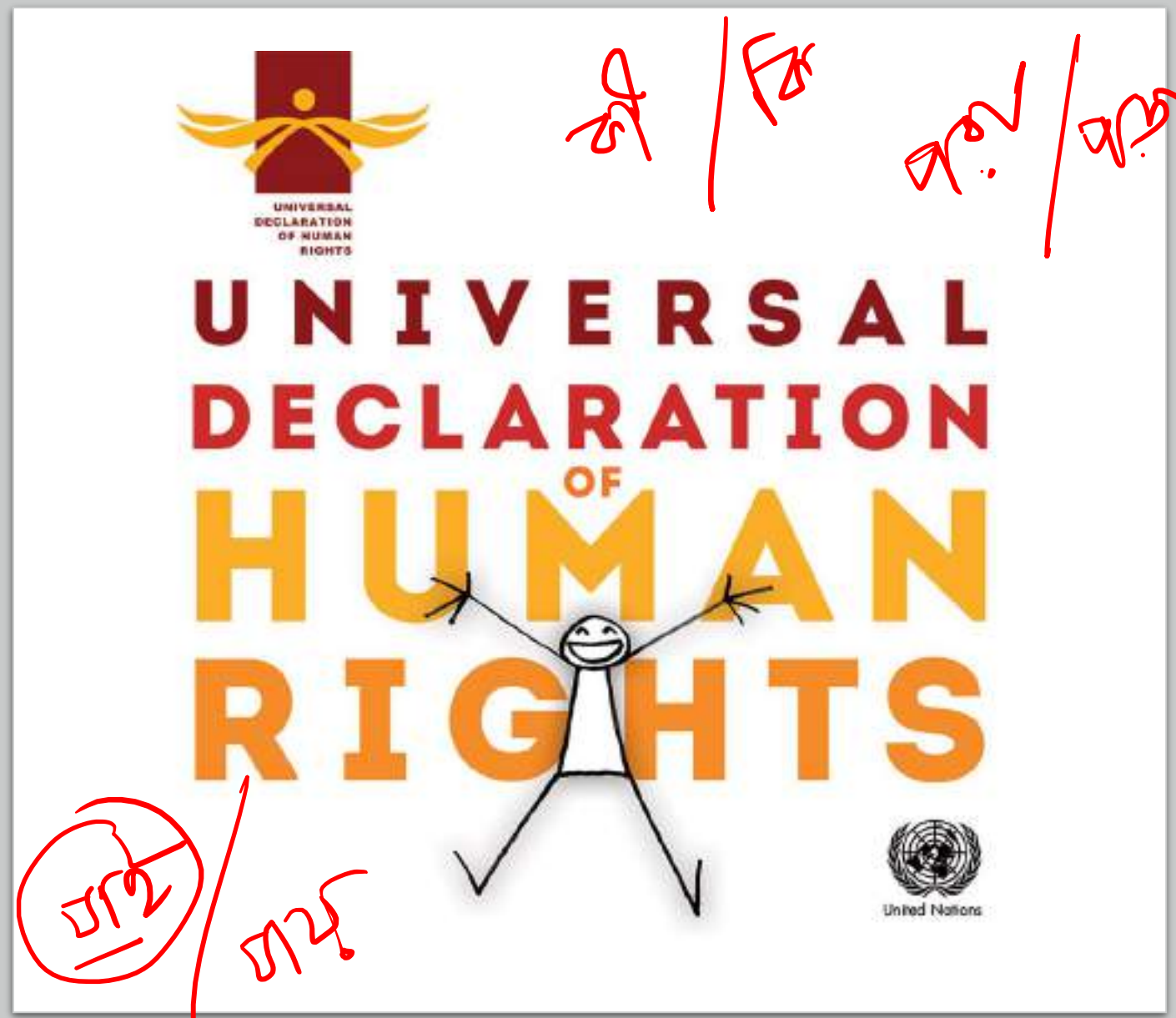

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র

স্বাক্ষর: ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

স্থান: প্যারিস, ফ্রান্স

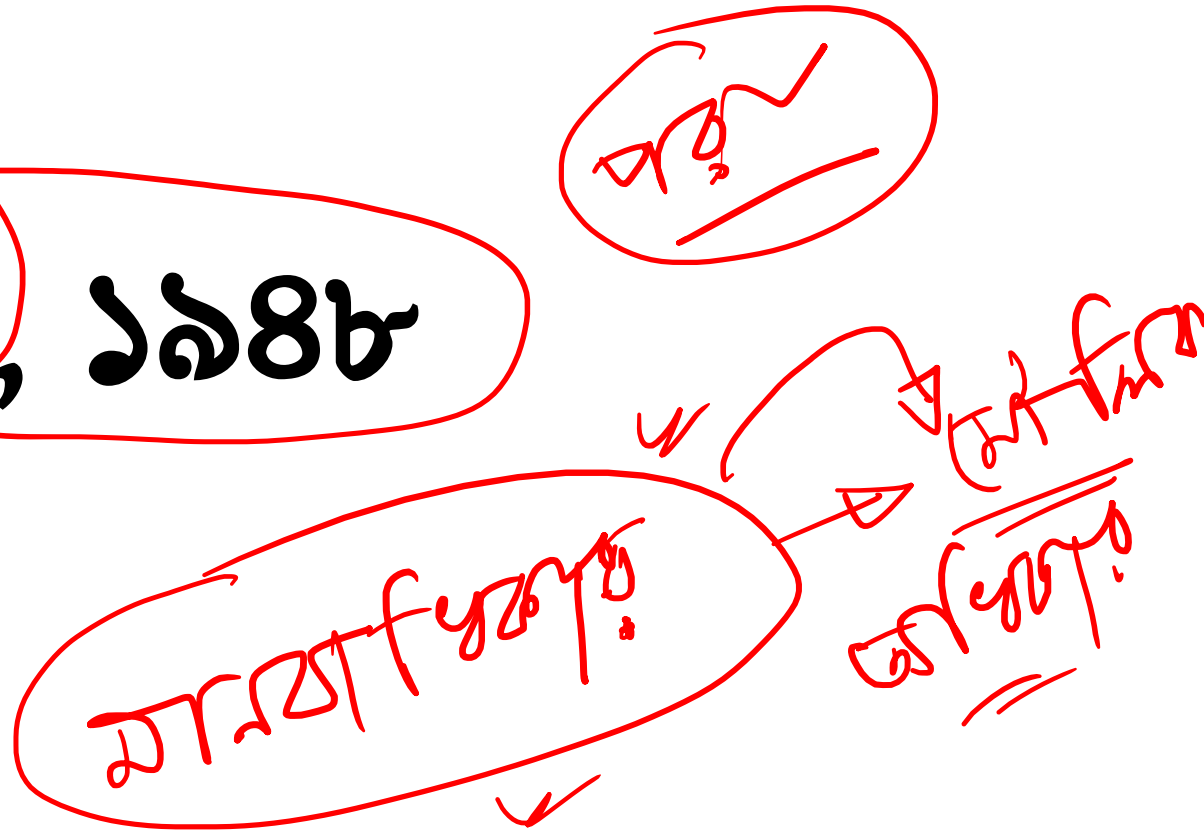

জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ

United Nations Human Rights Council (UNHRC)

প্রতিষ্ঠা: ২০০৬

সদর দপ্তর: জেনেভা

জাতিসংঘ মানবাধিকার হাই কমিশন

Office of the High Commissioner

for Human Rights (OHCHR)

প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৩

সদর দপ্তর: জেনেভা

UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER

জেনেভা কনভেনশন

১৯৪৯

- যুদ্ধকালীন আচরণবিধি সংক্রান্ত সনদ

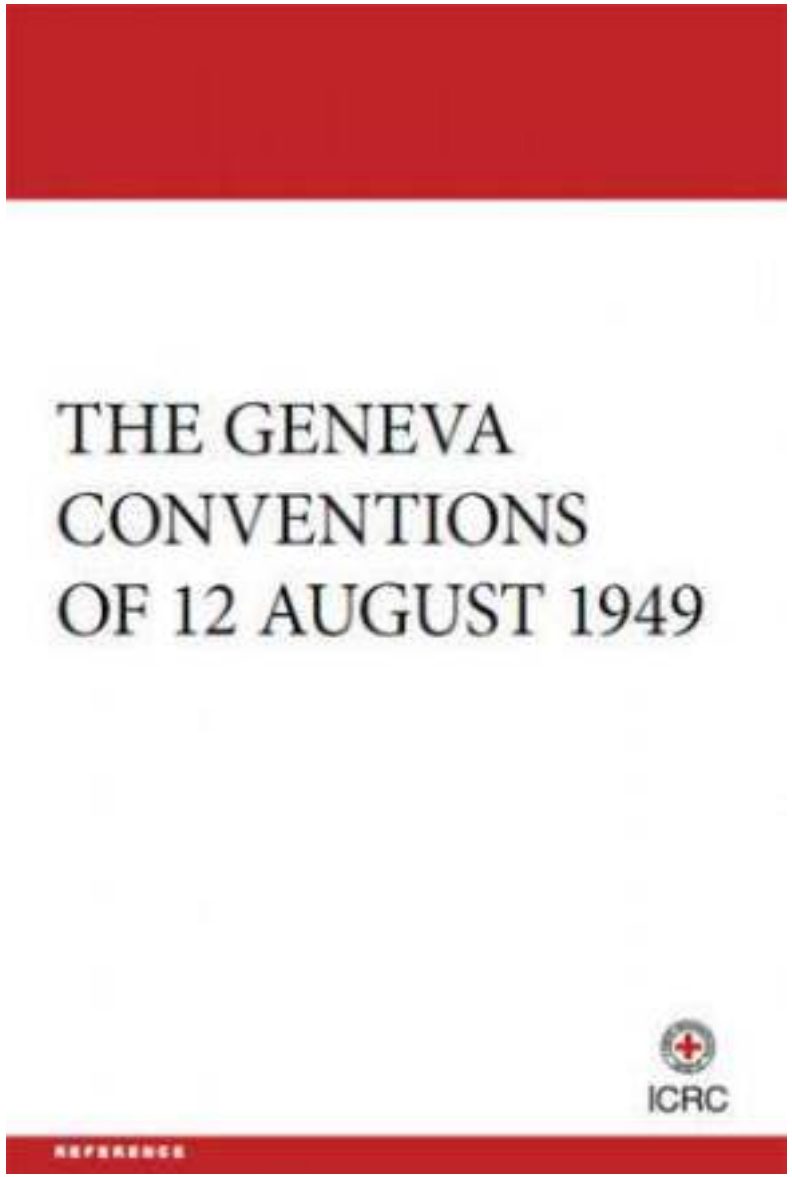

- অনুমোদনকারী দেশ – ১৯৬
- এই কনভেনশনকে ৪ টি রেডক্রস কনভেনশনও বলে।

সনদে যুক্ত হওয়া ৪টি চুক্তি

১৮৬৪	যুদ্ধাহত ও অসুস্থ সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি
১৯০৬	সমুদ্রে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি
১৯২৯	যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণ ও তাদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা
১৯৪৯	বেসামরিক জনগনের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা

জেনেভা কনভেনশন-১৯৫১

শরণার্থী ও অভিবাসীদের প্রতি আচরণ বিধি সংক্রান্ত সনদ।

স্বাক্ষরকারী দেশ-১৪৯

বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেনি।

নয়া আটলান্টিক সনদ

- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছির আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষর। যেখানে স্বাক্ষর করেছিল তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। ১০ জুন, ২০২১ সালে ব্রিটেনে সেই ঘটনাই ঘটল। ১৯৪১ সালের স্মৃতি ফিরিয়ে আনলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। স্বাক্ষর করলেন আটলান্টিক চার্টার যাকে New Atlantic Charter- নামে অভিহিত করা হয়।

নতুন স্বাক্ষরিত আটলান্টিক সনদে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো হলো-

- To defend the principles and institutions of democracy and open societies
- To strengthen and adapt the institutions, laws and norms that sustain international co-operation
- To remain united behind principles of sovereignty, territorial integrity and peaceful resolution of disputes
- To harness and protect the countries' innovative edge in science and technology
- To affirm the shared responsibility to maintain collective security and international stability, including against cyber threats; and to declare the countries' nuclear deterrents to the defiance of NATO
- To continue building an inclusive, fair, climate-friendly, sustainable, rules-based economy.
- To priorities climate change in all international action
- To commit to continuing to collaborate to strengthen health systems and advance health protections

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র

স্বাক্ষরিত হয়-

১৯৪৮

Let’s Recap……

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি

তাসখন্দ চুক্তি

স্থান: তাসখন্দ, উজবেকিস্তান

চুক্তির লক্ষ্য

কাশ্মীর কেন্দ্রিক ভারত পাকিস্তান যুদ্ধাবসান ও শান্তি স্থাপন।

স্বাক্ষরিত হয়: ১০ জানুয়ারি,

১৯৬৬

স্বাক্ষর করেন:

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

আয়ুব খান

মধ্যস্থতাকারী: তৎকালীন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনি

ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি

The Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation

উদ্দেশ্য: পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

স্বাক্ষরিত হয়: আগস্ট ১৯৭১

স্বাক্ষর করেন:

ইন্দিরা গান্ধী

ব্রেজনেভ

সিমলা চুক্তি

চুক্তি স্বাক্ষর : জুলাই ১৯৭২

স্থান : সিমলা, হিমাচল প্রদেশ, ভারত

স্বাক্ষরকারী : ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো।

চুক্তির উদ্দেশ্য

উভয় দেশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে একে অপরকে সম্মান দেখাবে এবং জম্মু-কাশ্মীর বিরোধের স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত উভয়েই 'লাইন অব কন্ট্রোল' দেশের সীমানা হিসেবে মেনে নেবে।

তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-

১৯৬৬

Let's Recap……

প্যারিস শান্তি চুক্তি

Paris Peace Accords

স্বাক্ষর- ২৭ জানুয়ারি, ১৯৭৩

- পক্ষ: যুক্তরাষ্ট্র – ভিয়েতনাম
- ফলাফল - ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান

আলজিয়ার্স চুক্তি, ১৯৭৫

ইরাক - ইরান

শাত-ইল-আরবের নিয়ে বিরোধ মীমাংসা।

- **শাত-ইল-আরব:** দজলা এবং ফোরাত নদীর মিলিত প্রবাহ।

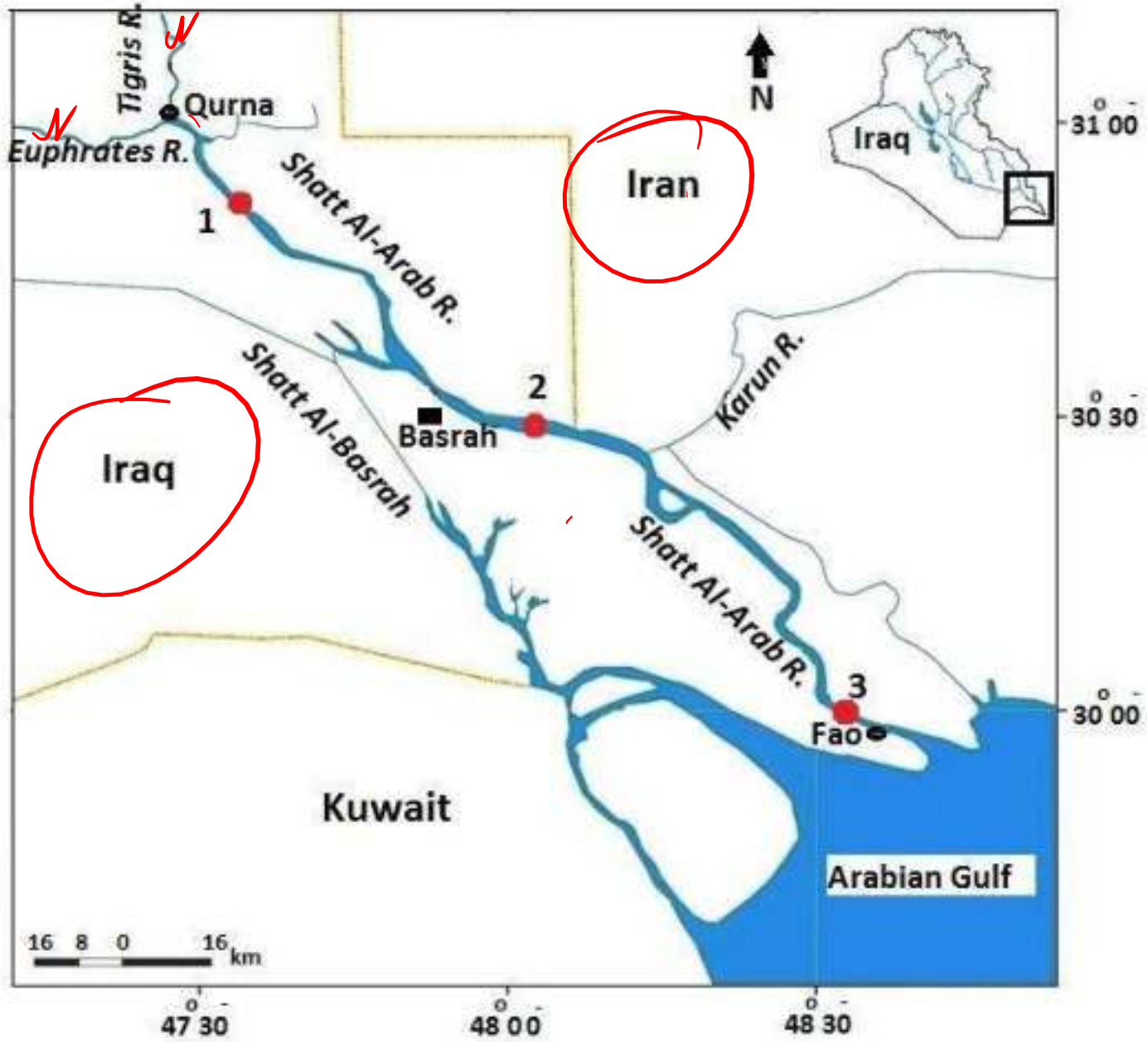

অসলো চুক্তি

স্বাক্ষর : ১৯৯৩

মধ্যস্থতাকারী: বিল ক্লিন্টন

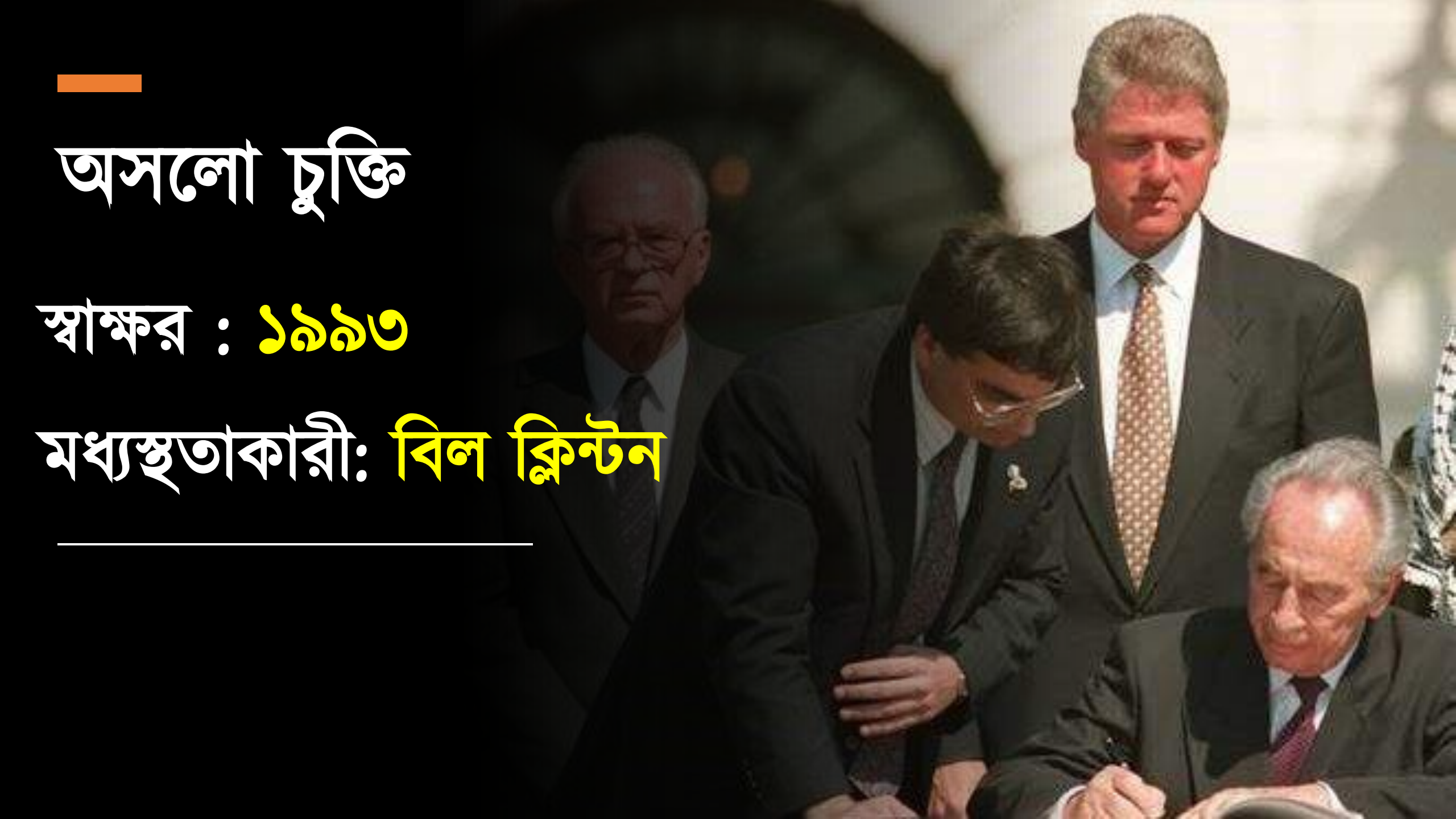

চুক্তির উদ্দেশ্য

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন ও ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়।

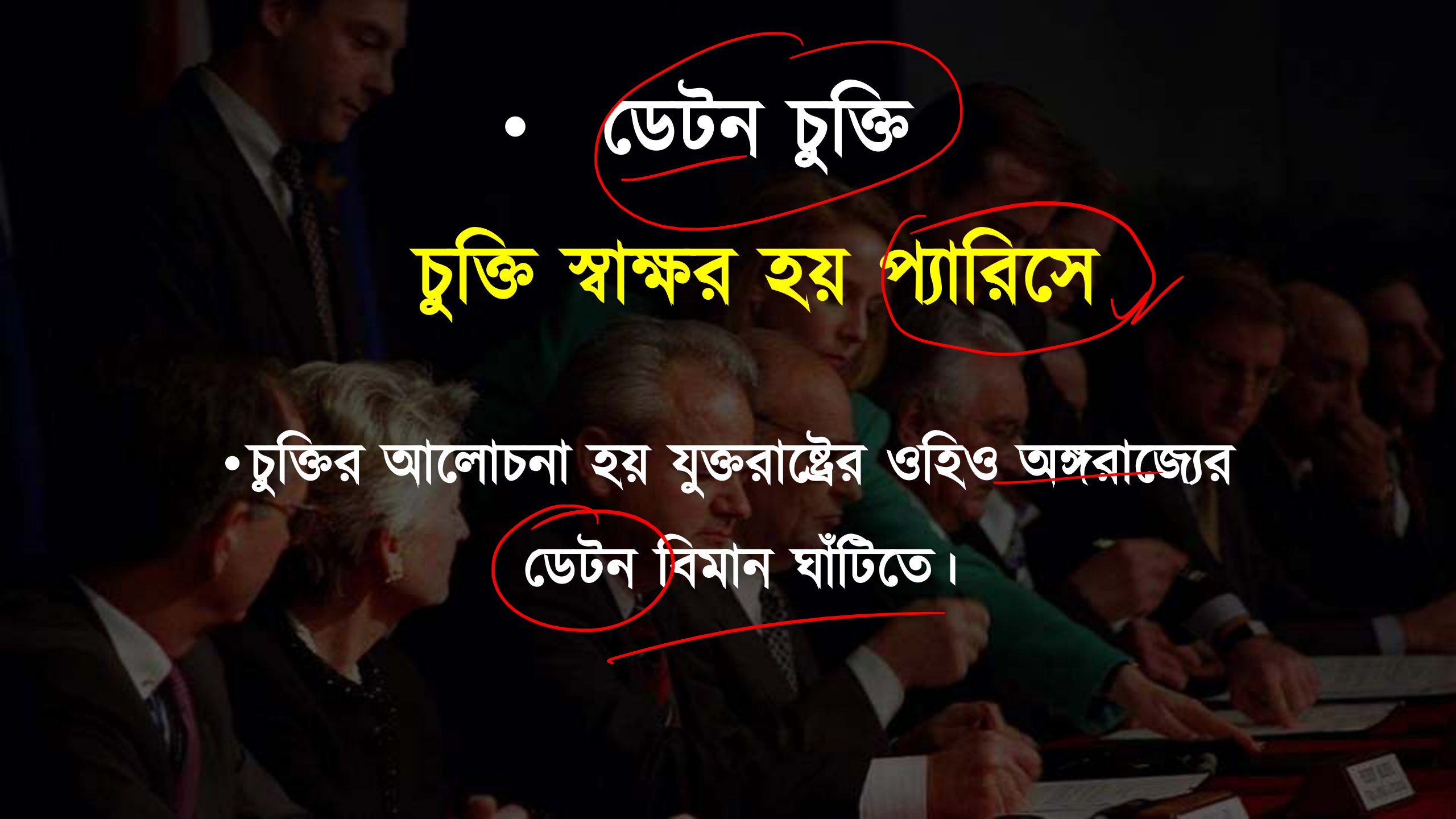

- ডেটন চুক্তি

চুক্তি স্বাক্ষর হয় প্যারিসে

- চুক্তির আলোচনা হয় যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও অঙ্গরাজ্যের ডেটন বিমান ঘাঁটিতে।

- নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে যুগোস্লাভিয়া ভেঙে যাওয়ার পর ১৯৯২ সালে বসনিয়া যুদ্ধের সূচনা। এটি ছিল মূলত জাতিগত লড়াই। যা সংঘটিত হয় মুসলিম বসনীয়, অর্থোডক্স সার্বীয় ও ক্রোয়েশীয় ক্যাথলিকদের মধ্যে।
- মূল লক্ষ্য ছিল ওই অঞ্চল থেকে মুসলমানদের পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। যদিও বসনিয়া ও হারজেগোভিনা ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র, যার মোট জনগোষ্ঠীর ৪৪ শতাংশ মুসলিম বসনীয়, ৩১ শতাংশ অর্থোডক্স সার্বীয়, এবং ১৭ শতাংশ ক্রোয়েশীয় ক্যাথলিক।

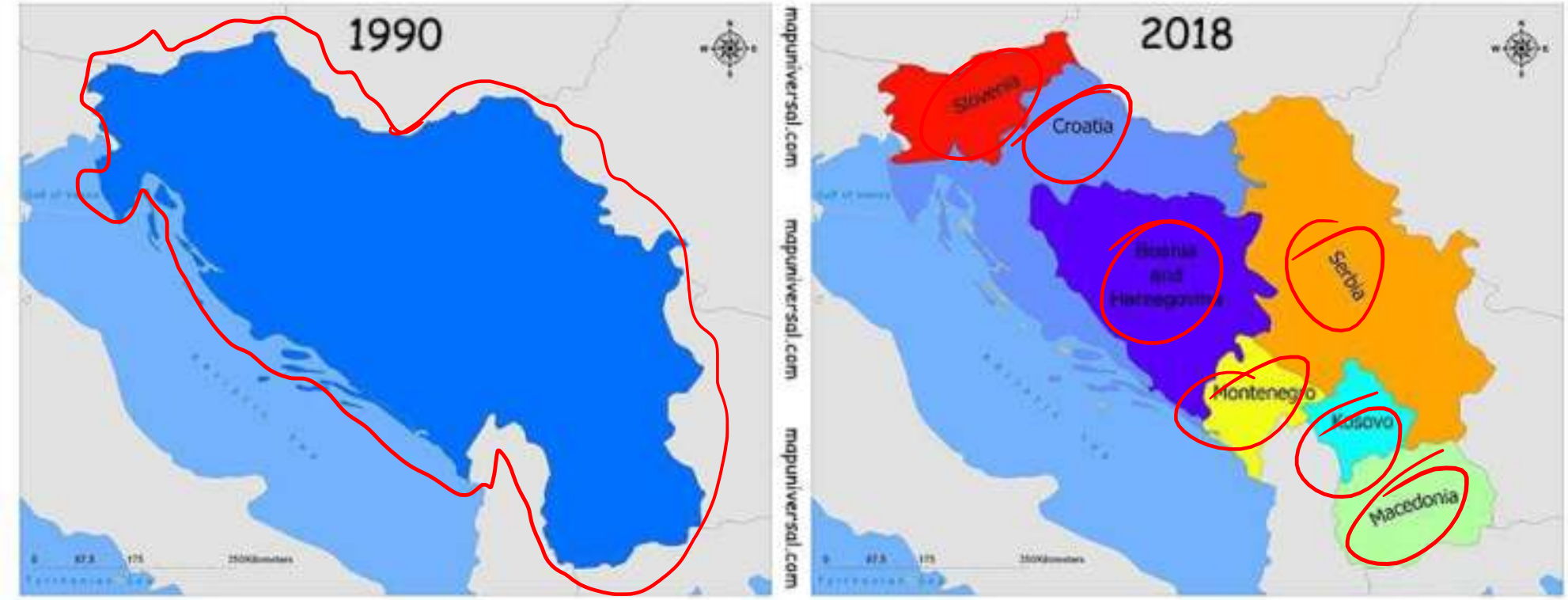

স্বাক্ষর - ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫

পক্ষ: বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া

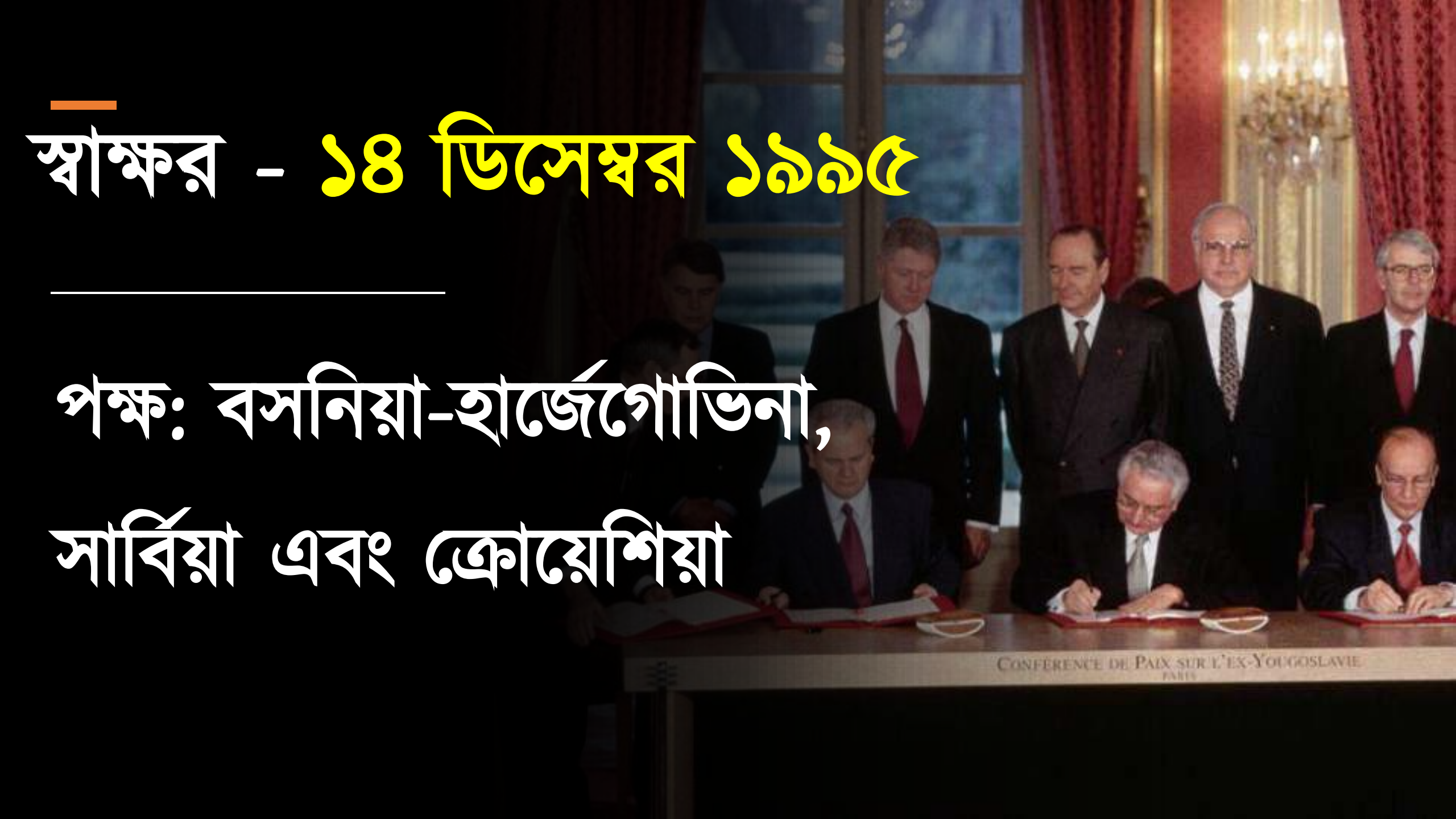

বসনিয়া সংকট সমাধানে

মধ্যস্ততাকারী – বিল ক্লিন্টন

বসনিয়া যুদ্ধের সময়

অস্ত্রবিরতিতে ভূমিকা রাখেন-

জিমি কার্টার

অসলো চুক্তির মধ্যস্থতাকারী-

বিল ক্লিন্টন

Let’s Recap……

অস্ত্র চুক্তি

Atoms for Peace

আইজেন হাওয়ার ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পারমাণবিক অস্ত্রের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের আহ্বান জানায়।

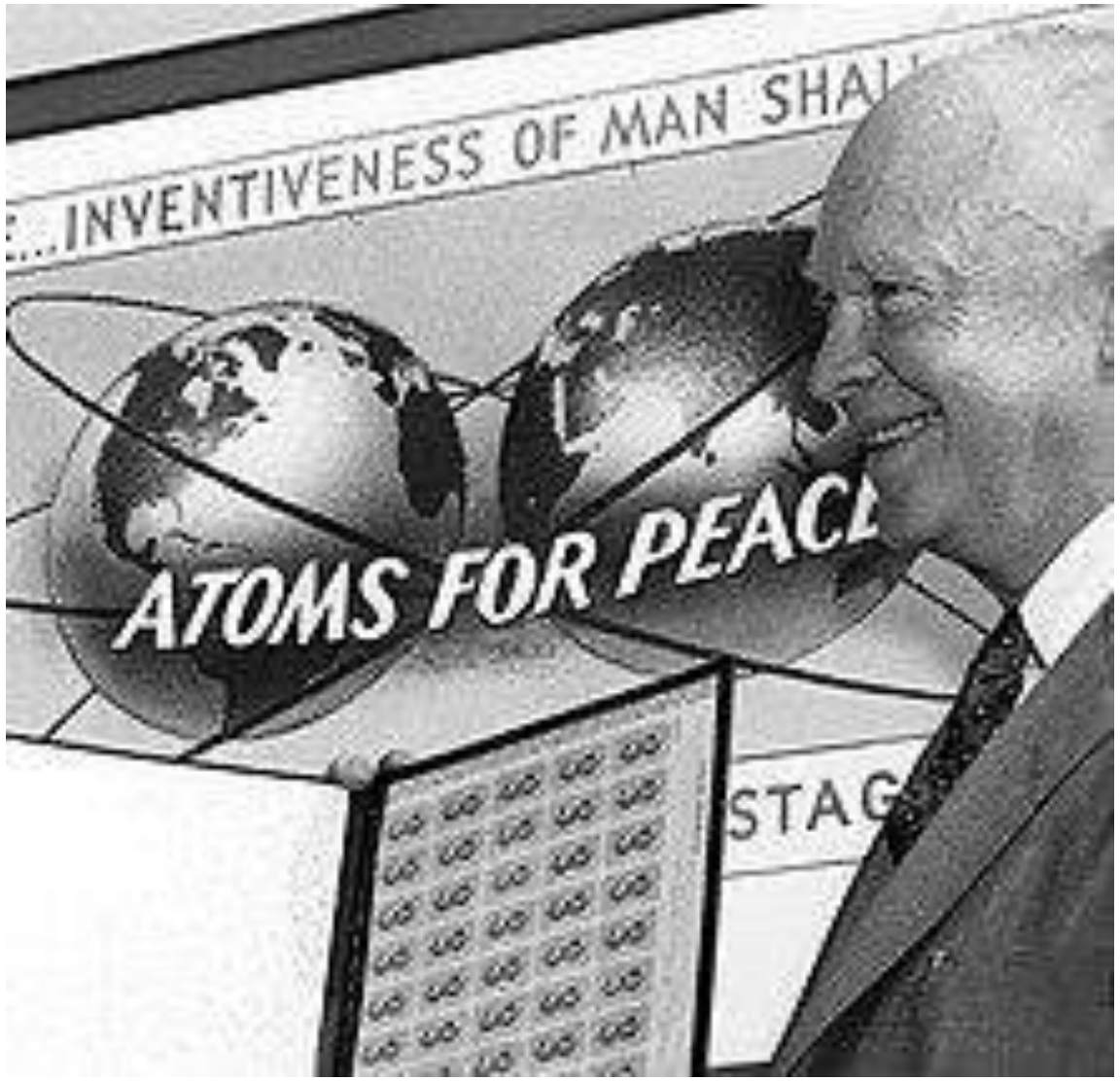

এন্টার্কটিক চুক্তি

চুক্তির উদ্দেশ্য - এন্টার্কটিকায় সকল ধরনের সামরিক কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ।

স্বাক্ষরঃ ১৯৫৯

ওয়াশিংটন ডিসি

কার্যকর

১৯৬১

১২ টি দেশ প্রথম স্বাক্ষর করে

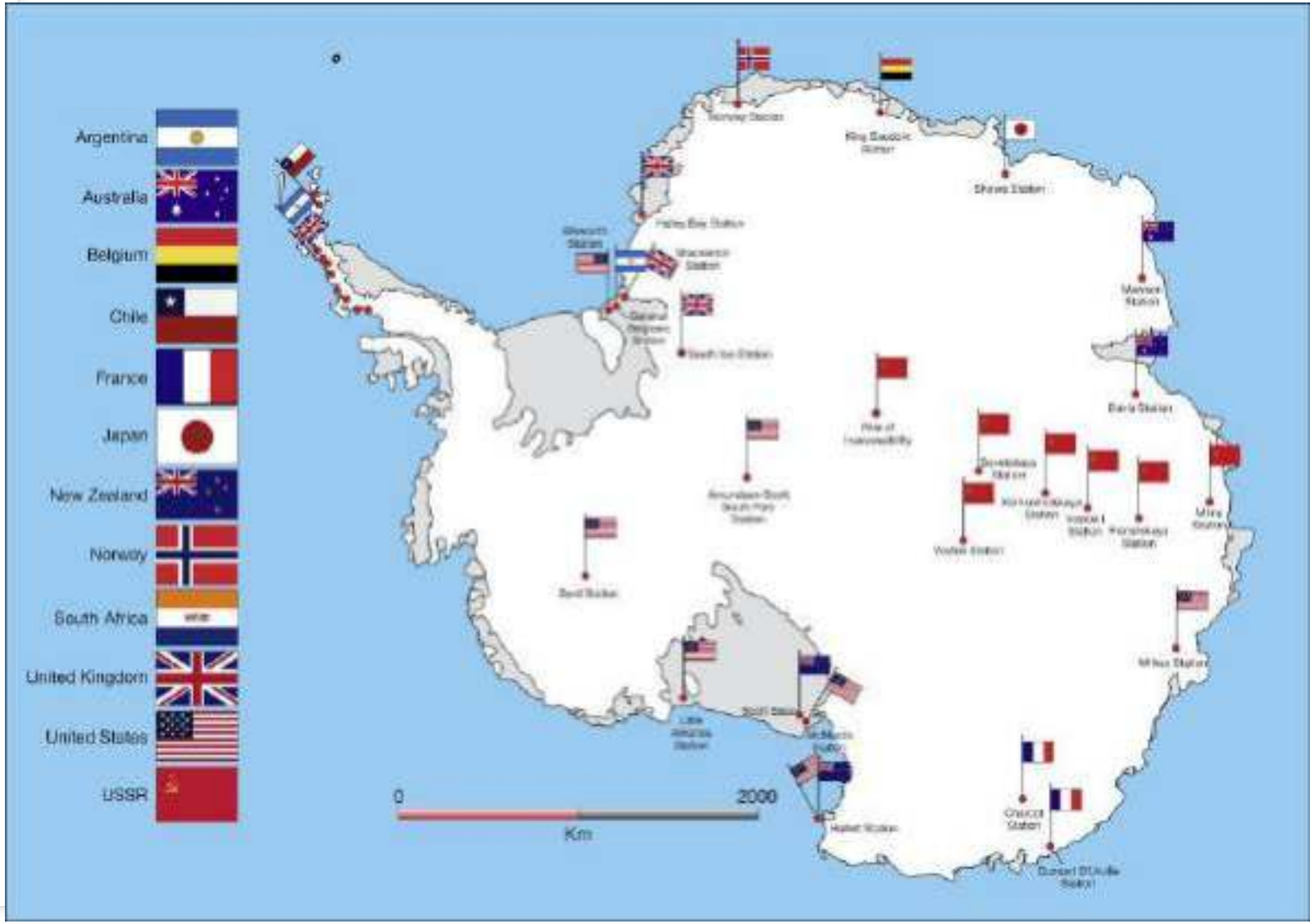

মোট

স্বাক্ষরকারী

দেশ ৫৬ টি

Partial Test Ban Treaty (PTBT)

স্বাক্ষরঃ ৫ আগস্ট, ১৯৬৩

স্বাক্ষরকারী দেশ:

১২৩

চুক্তির উদ্দেশ্য - জলে ও স্থলে পারমানবিক অস্ত্র বিস্ফোরন নিষিদ্ধ।

ফ্রান্স, চায়না

PTBT চায়না

(ফ্রান্স, চায়না

স্বাক্ষর করেনি)

এন্টার্কটিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-

ওয়াশিংটন ডিসি

Let’s Recap……

স্বাক্ষরঃ ২৭ জানুয়ারি, ১৯৬৭

উদ্দেশ্যঃ চাঁদসহ পৃথিবীর কক্ষপথে ও মহাশূন্যে পারমাণবিক অস্ত্রসহ অন্যান্য অস্ত্রের স্থাপন ও বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ।

স্বাক্ষরকারী দেশঃ ১১৪ টি
•ইরান, উত্তর কোরিয়া স্বাক্ষর করেনি।
© picture-alliance/Newscom/KCNA/UPI
© Reuters/Official President website

Nuclear non-Proliferation Treaty

স্বাক্ষরঃ ১ জুলাই, ১৯৬৮

কার্যকরঃ ১৯৭০

পরমাণু অস্ত্র বিস্তাররোধ চুক্তি

পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ পারমাণবিক অস্ত্রহীন দেশের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র বিক্রি বা অস্ত্র তৈরীতে সাহায্য করতে পারবে না।

স্বাক্ষরকারী দেশঃ ১৯১ টি

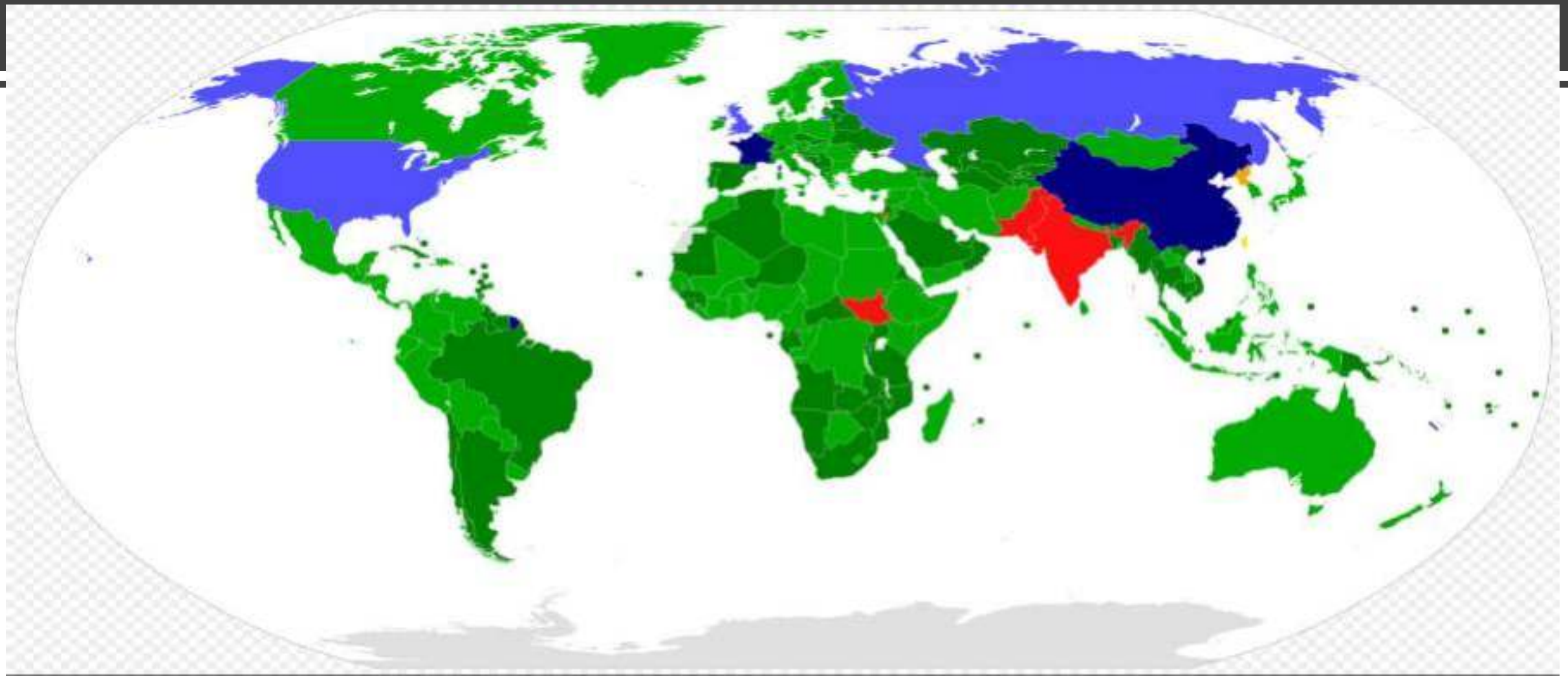

স্বাক্ষর করেনি

ভারত

পাকিস্তান

ইসরাইল

দক্ষিণ সুদান

নাম প্রত্যাহার করেছে

উত্তর কোরিয়া,

২০০৩

বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে

৩১ আগস্ট,১৯৭৯

Sea-Bed Arms Control Treaty

- স্বাক্ষরিত - ১১ জানুয়ারি, ১৯৭১
- উদ্দেশ্য: সমুদ্র তলদেশে অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা।

Anti-Balastic Missile (ABM) Treaty

স্বাক্ষরিতঃ ২৬ মে ১৯৭২

পক্ষসমূহ: সোভিয়েত ইউনিয়ন

ও যুক্তরাষ্ট্র

- ১৯৭২ সালের ২৬ মে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মস্কোতে ABM- চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে বলা হয় উভয় দেশেরই দুটি করে ABM সিস্টেম থাকবে এবং আগামী পাঁচ বছরের জন্য দুটি দেশই আক্রমণাত্মক অস্ত্র তৈরি করা থেকে বিরত থাকবে।
- এই চুক্তি ৩০ বছর কার্যকর ছিল। আমেরিকা এ চুক্তি থেকে সরে আসে ২০০২ সালে।
- অপরদিকে আমেরিকা তার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে NMD (National Missile Defense) করার ফলে ABM চুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্র ABM চুক্তি থেকে চলে যায়

১৩ জুন, ২০০২

NPT স্বাক্ষরকারী দেশ-

১৯১

Let’s Recap……

SALT-1

START-1

SALT-2

START-2

New START

START : Strategic Arms Reduction Treaty

SALT: Strategic Arms Limitation Treaty

SALT-1

স্বাক্ষরিত

১৬ মে, ১৯৭২

- ১৯৭২ সালের ২৭ মে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন SALT-1 চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল এন্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেম সীমিতকরণ। এতে বলা হয় উভয় দেশেরই ১০০টি আক্রমণাত্মক অস্ত্র এবং ১০০টি প্রতিরক্ষা অস্ত্র থাকবে।

স্বাক্ষরিত হয়

মস্কো

SALT-II

স্বাক্ষরিত হয়

১৮ জুন, ১৯৭৯

- ১৯৭৯ সালের ১৮ জুন সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার SALT-2 চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে উভয় দেশ ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) এর সংখ্যা ২২৫০ এবং SLBM (Submarine Launched Ballistic Missile) এর সংখ্যা ২৪০০ এর মধ্যে রাখতে সম্মত হয়। এই চুক্তিটি মার্কিন সিনেটে অনুমোদিত হয়নি।

START-1

স্বাক্ষর → ১৯৯১

কার্যকর → ১৯৯৪

- ১৯৯১ সালের ৩১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী দু'দেশের মধ্যে কৌশলগত অস্ত্র ৩০% হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ চুক্তিতে উভয় দেশ ICBM-১৬০০ এর মধ্যে রাখাএবং ICBM- এর মাথায় Warhead এর সংখ্যা ৬০০০ রাখার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়

START-1 মেয়াদ

১৮ বছর

START-2

স্বাক্ষরকারী: জর্জ বুশ – বরিস ইয়েলেতসিয়েন

স্বাক্ষর	কার্যকর
1993	2000

- ১৯৯৩ সালের ৩ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট উইলিয়াম বুশ এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলিৎসিন START-2 চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে আগামী ১০ বছরে উভয় দেশের ICBM দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করার এবং পারমাণবিক ওয়ারহেড এর সংখ্যা ৩৫০০-এর মধ্যে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়

রাশিয়া SART-2 ত্যাগ করে – ২০০২ সালে

New START

কৌশলগত

ক্ষতিকারক

অস্ত্রের

অধিকতর হ্রাস

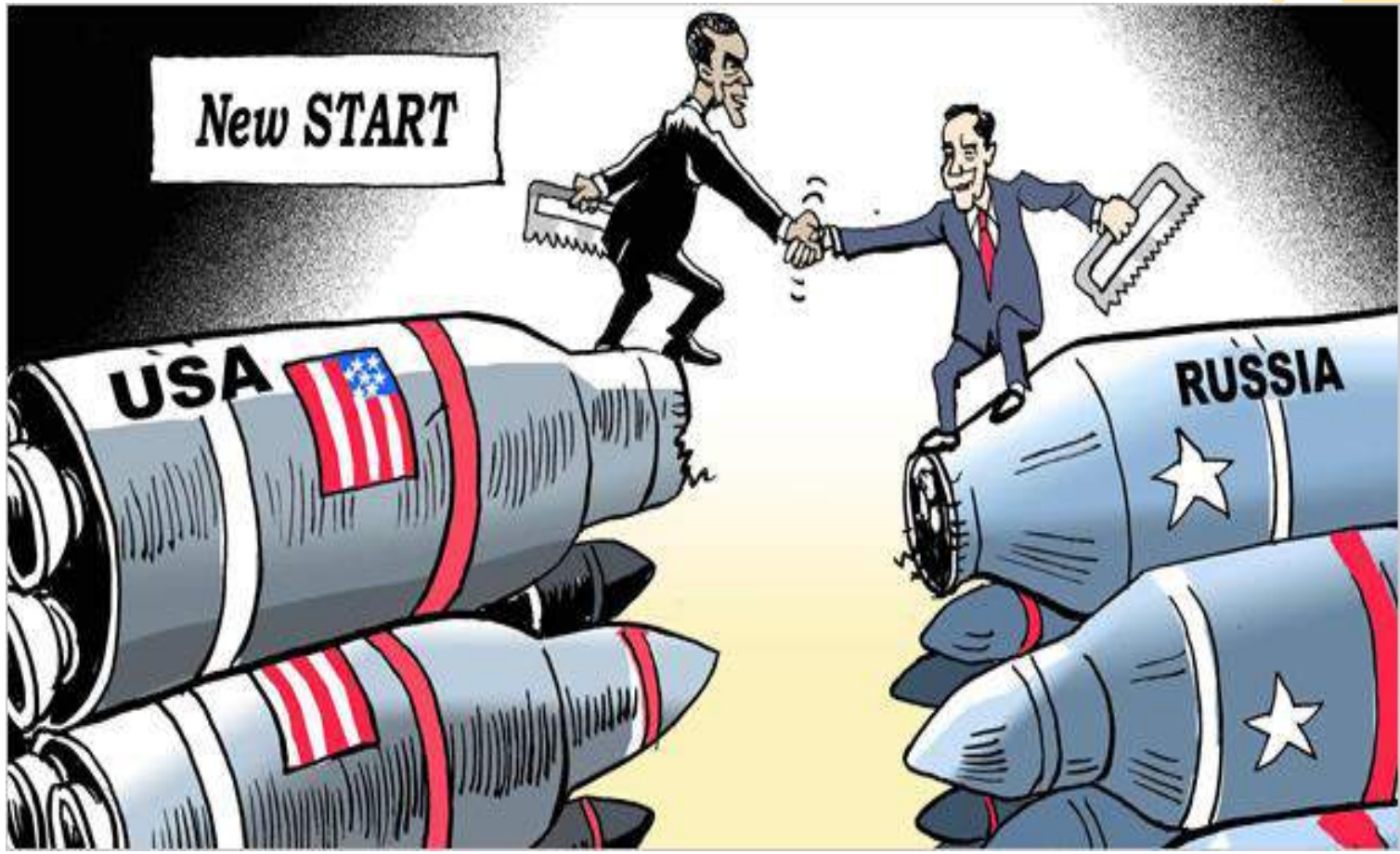

- ৮ এপ্রিল, ২০১০ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও রুশ প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ New START (Strategic Arms Reduction Treaty) স্বাক্ষর করেছিলেন। ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ সালে চুক্তিটি কার্যকর হয়। চুক্তিটির মেয়াদ ছিল ১০ বছর, অর্থাৎ ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ সাল পর্যন্ত।
- চুক্তি অনুযায়ী, দুই দেশ ১,৫৫০ টির বেশি নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড মজুত রাখতে পারবে না। এরপর ২৬ জানুয়ারি, ২০২১ সালে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চুক্তিটি ৫ বছর সম্প্রসারণের বিষয়ে একমত হন।
- New START -এর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য মার্কিন কংগ্রেসের কোনো অনুমোদনের প্রয়োজন হয়নি। তবে রাশিয়ার আইনসভায় অনুমোদন নিতে হয়েছে। ২৭ জানুয়ারি, ২০২১ সালে রাশিয়ার আইনসভা সর্বসম্মতিক্রমে পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিটি সম্প্রসারণের পক্ষে অনুমোদন দেয়। ২৯ জানুয়ারি, ২০২১ সালে ভ্লাদিমির পুতিন পরমাণু অস্ত্র সম্প্রসারণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ফলে ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ সালে New START চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে।
- সর্বশেষ ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ সালে নিউ স্টার্ট চুক্তিটি রাশিয়া স্থগিত করেছে।

স্বাক্ষরিত হয়

৮ এপ্রিল, ২০১০

মেয়াদ- ১০ বছর

SALT-1 স্বাক্ষরিত হয়-

মস্কো

Let’s Recap……

Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)

পরমানু অস্ত্র পরীক্ষারোধ চুক্তি

- পারমানবিক অস্ত্র বিক্রি করতে পারবেনা।
- অস্ত্র তৈরিতে সাহায্য করতে পারবেনা।

CTBT প্রস্তাবক দেশ - অস্ট্রেলিয়া

স্বাক্ষর করেছে ১৮৭ টি

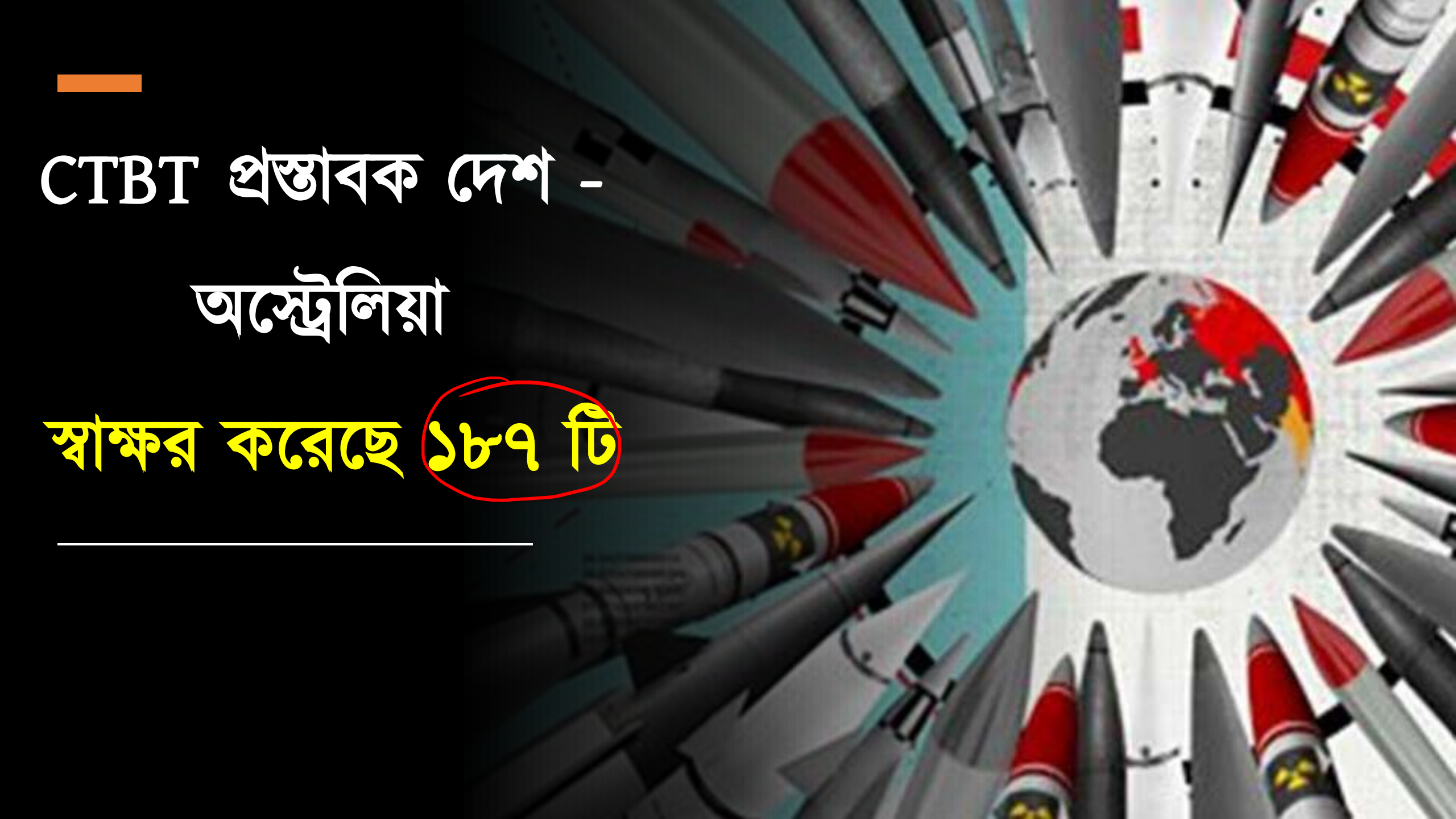

স্বাক্ষর করেনি

- ভারত
- পাকিস্তান
- উত্তর কোরিয়া

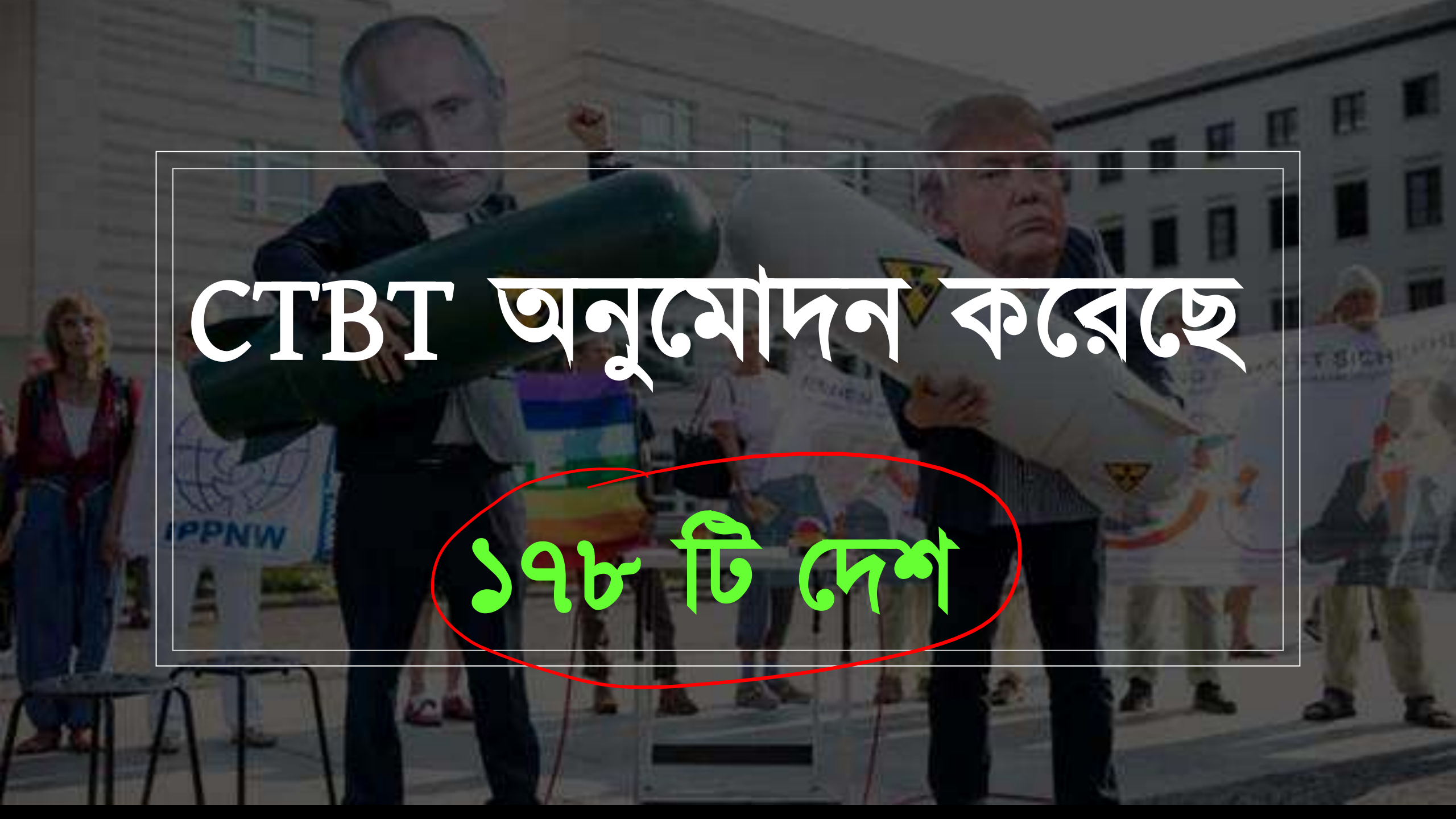

CTBT অনুমোদন করেছে

১৭৮ টি দেশ

স্বাক্ষর করেও অনুমোদন দেয়নি

যুক্তরাষ্ট্র

চীন

মিশর

ইরান

ইসরাইল

বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে

- ১২৯ তম দেশ হিসেবে ২৪ অক্টোবর ১৯৯৬
- বাংলাদেশ ২০০০ সালের ৭ মার্চ ২৮ তম দেশ হিসেবে অনুমোদন করে

স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি / অটোয়া চুক্তি

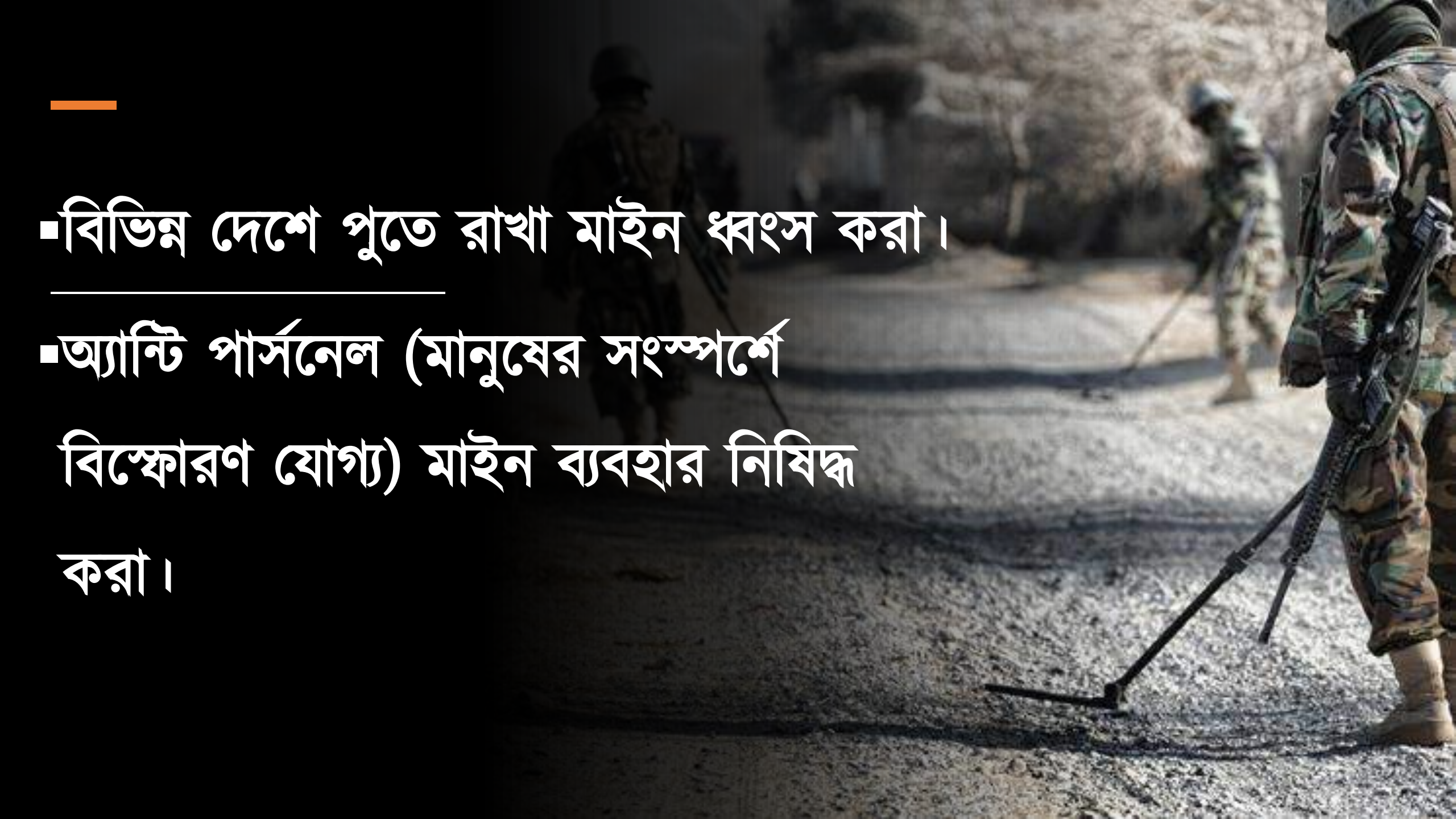

- বিভিন্ন দেশে পুতে রাখা মাইন ধ্বংস করা।
- অ্যান্টি পার্সনেল (মানুষের সংস্পর্শে বিস্ফোরণ যোগ্য) মাইন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

কার্যকর:
১৯৯৯

স্বাক্ষর:
১৯৯৭

Let’s Recap……

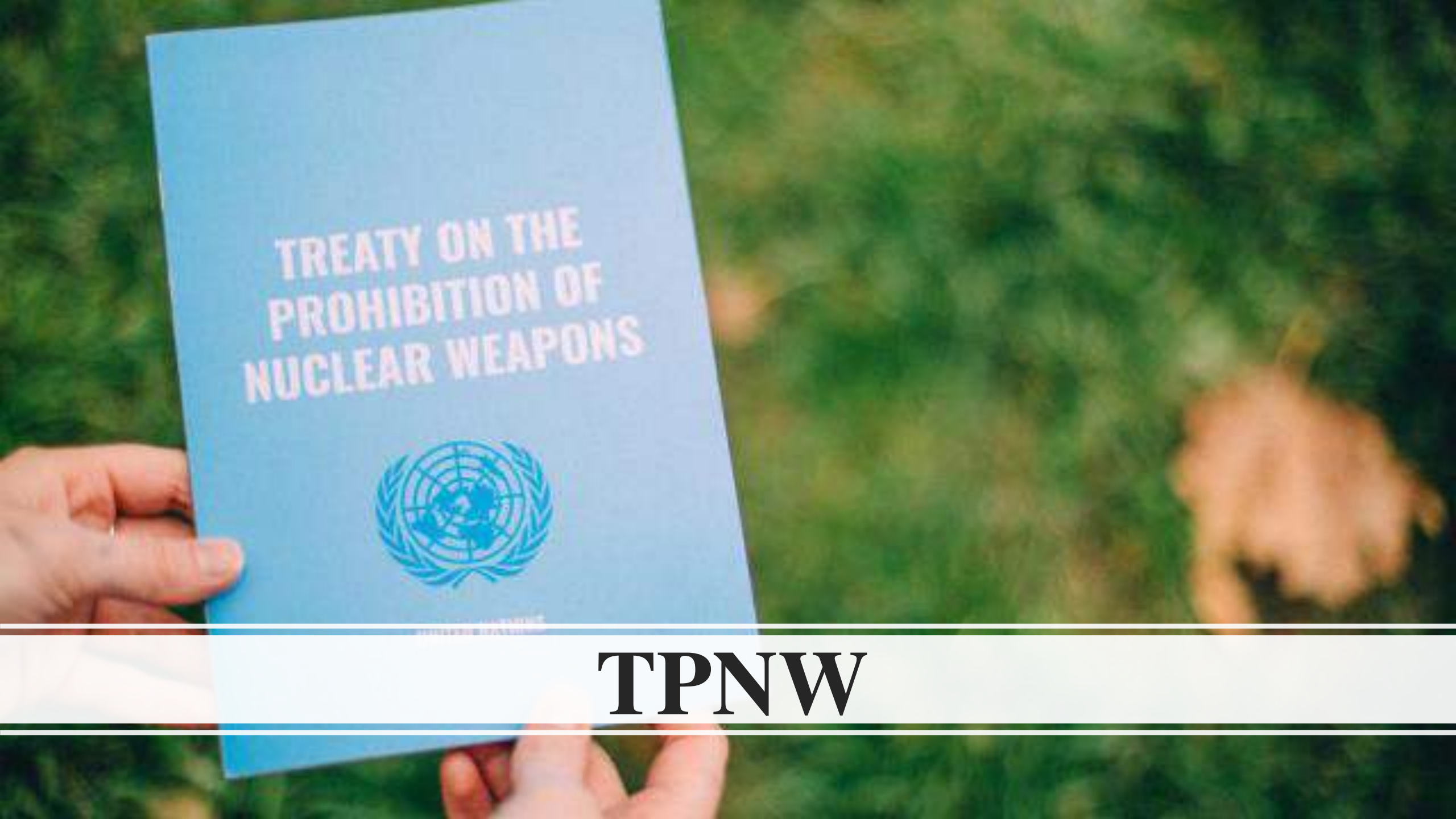

TPNW

TPNW

- Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons
- The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) bans the use, possession, testing, and transfer of nuclear weapons under international law.

TPNW

স্বাক্ষর: ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

স্থান: NEW YORK

কার্যকর হয় : ২২ জানুয়ারি ২০২১

TPNW স্বাক্ষর করেনি

যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য

স্বাক্ষরকারী

৯৫ টি

UNODA

UNITED NATIONS OFFICE FOR DISARMAMENT AFFAIRS

United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA)

জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা

সদর দপ্তর: নিউইয়র্ক

OPCW

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)

আন্তর্জাতিক রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা

সদর দপ্তর: দ্যা হেগ, নেদারল্যান্ডস

সদস্য: ১৯৩

জাতিসংঘভুক্ত ৪টি দেশ এর সদস্য নয়

মিশর, ইসরাইল, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ সুদান

TPNW স্বাক্ষরিত হয় কবে?

২০১০

Let’s Recap……